বইমেলা ২০০৬

রিপোর্ট **আরিফ খান মিরণ**

ফেব্রুয়ারি বাঙালির প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাস মাস। আর এ ফেব্রুয়ারি মাসেই বসে আরেক প্রাণের অনুষ্ঠান 'একুশে বইমেলা'। এ মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের নাগরিক জীবনে ব্যাপক প্রাণ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকাশকগণ নতুন নতুন বই নিয়ে মেলায় আসেন আর পাঠকগণ হিসেবে কষেন কে কোন বই কিনবেন। পাঠক, প্রকাশক, ক্রেতা-বিক্রেতা সব মিলিয়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে এক মহামিলনমেলা। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্ববহনকারী এ মেলা নিয়েও আছে অনেক অভাব, অভিযোগ। নানান অভাব অভিযোগ, নিরাপত্তা প্রসঙ্গ, ২০% নাকি ৩০%, জবর দখল ইত্যাদি বিতর্ক সত্ত্বেও আবার বসেছে প্রাণের মেলা, বইয়ের মেলা ২০০৬।

মেলাতথ্য

- এবারই প্রথম মেলায় বই বিক্রি হবে ৩০% কমিশনে।
- একসঙ্গে বেশি ক্রেতা প্রবেশের জন্য এবার মেলার চারটি লাইন করে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- এবার মেলায় স্টল থাকছে মোট ৪৬১টি।
- মেলায় নিরাপত্তা তল্লাশি চালাবে র‍্যাব সদস্যরা।
- এবার মেলায় থাকবে ১৮টি সিসি টিভি (গতবার ছিল ৮টি)
- মেলার মূল গেট দিয়ে এবারই প্রথম প্রকাশকদের প্রবেশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তারা মেলার কার্ড পাবেন।
- লটারির পর কয়েকটি স্টল জবরদখল হয়ে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে সেই স্টলগুলো।

রহস্যময় ৩০ পার্সেন্ট

প্রতিবছর বইমেলায় ২০ পার্সেন্ট হারেই বই বিক্রি হতো। এবারের মেলা কমিটির সিদ্ধান্ত বই বিক্রি হবে ৩০% কমিশনে। কয়েকজন খ্যাতনামা প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেল এবারের মেলায় ৩০% কমিশনে বই বিক্রির সিদ্ধান্তটা গতবারের নেয়া। শুধু কার্যকর করা হচ্ছে এবার। ২০% থেকে ৩০% কমিশনে বই বিক্রির সিদ্ধান্তে সব প্রকাশকই একমত পোষণ করেননি। কমিশন বাড়াতে যারা খুশি তাদের যুক্তি হলো এবার পাঠকরা আরো কমদামে বই পাবে। অতএব বই বিক্রি হবে বেশি, নতুন পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে, উৎসাহ উদ্দীপনায় সবাই বই কিনবে। কিন্তু যারা এর বিপক্ষে তারা বলেন কর্তৃপক্ষ যে চিন্তা করে এবার কমিশন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা অনেকটা 'চোর মারতে গিয়ে গেরস্থ মারার' শামিল হয়ে গেছে। কেননা প্রতিবছরই মেলায় যারা স্টল পায় তারা সবাই প্রকাশক নয়। মেলায় এমন অনেক দোকান থাকে যারা একটি বইও প্রকাশ করেনি শুধু জনপ্রিয় বইগুলো এনে তারা নিজস্ব স্টলে রেখে বিক্রি করে। এরা মেলায় আসেই শুধু ব্যবসা করার জন্য, এদের না আছে প্রকাশনা, না আছে প্রকাশনী। প্রকাশকদের কাছ থেকে এ অবৈধ স্টলধারীরা ৩৫% কমিশনে বই কিনে নিয়ে আসে আর বিক্রি করে ২০% কমিশনে ফলে তাদের ১৫% মার্জিন থাকে। এদেরকে কীভাবে মেলায় অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করা যায় সেটা ভেবে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল যে এবার বই বিক্রি হবে ৩০% কমিশনে। ফলে অবৈধ স্টলধারীরা ৩৫% কমিশনে বই কিনে ৩০% কমিশনে বিক্রি করে লাভবান হতে পারবে না। আপাতদৃষ্টিতে সিদ্ধান্তটি ভালো মনে হলেও যারা প্রকৃত প্রকাশক তাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত 'মরার ওপর খারার ঘা'-এর মতো। তাদের বক্তব্য হলো মেলায় যদি আমরা ৩০% কমিশনে বই বিক্রি করি তাহলে সারা বছরও তাই করতে হবে। আগে তারা পাইকারি বিক্রি করতো ৩৫% কমিশনে খুচরা বিক্রি করতো ২০% কমিশনে ফলে নিজেদেরও ১০% থেকে ১৫% মার্জিন হতো। কিন্তু এখন অসাধু ব্যবসায়ীদের জন্য প্রকৃত প্রকাশকদের লাভও কমে গেল। এ বছর দফায় দফায় দু'বার কাগজের দাম অনেক বেড়েছে। তার ওপর আরো বাড়তি কমিশন তাই এখন এই ব্যবসায় টিকে থাকাই দায় বলে মন্তব্য করেছেন অনেক প্রকাশক। তারা আরো বলেন শুধু কাগজের দাম নয়- লেখকের রয়্যালিটি দিতে হয়, ছাপার খরচ আছে, সব মিলিয়ে ৩০% কমিশনের সিদ্ধান্ত কারো কারো জন্য ভালো হলেও প্রকৃত প্রকাশকদের জন্য ক্ষতিকর ও দুঃখের সংবাদ। তাহলে কেন কেউ কেউ ৩০% কমিশনের পক্ষে? এমন প্রশ্নের জবাবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন প্রকাশক বলেন- যদি কারো বইয়ের রয়্যালিটি না দিতে হয় বা কেউ যদি রয়্যালিটি ফাঁকি দেয় তাহলেই শুধু ৩০% কমিশনের পক্ষে বলা সম্ভব।

দখল ও জবরদখল খেলা

প্রতি বছরই বইমেলাকে কেন্দ্র করে কিছু অনিয়ম ভেজাল বিশৃঙ্খলার অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্টল জবরদখল প্রতিবছরের একটি সাধারণ ঘটনা। এবারও ২৬ জানুয়ারি লটারি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রকাশকদের মাঝে স্টল বরাদ্দ করে দেয়া হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় একদল সন্ত্রাসী কয়েকটি স্টল লটারির পরের দিন (শুক্রবার) দখল করে নেয়। অভিযোগ আছে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েকজন সদস্য জবরদখল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। প্রতিবছর তারা স্টল দখলে নিয়ে বইয়ের ব্যবসা করে। বর্ধমান হাউজের পাশে

তথ্যকেন্দ্রের সামনে একটি প্রকাশনীর জন্য নির্দিষ্ট স্টলে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনের (জাসাস) এক নারী কর্মী তার নিজের প্রকাশনার জন্য দখল করে নেয়। এর মধ্যে আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গণির একটি স্টলও জবর দখল হয়ে যায়। অভিযোগ করার জন্য তিনি বাংলা একাডেমির কাউকে খুঁজে পাননি। পরবর্তীতে একাডেমির পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে জবরদখলকৃত স্টলগুলো পুনরুদ্ধার করা হয়। গত ২৯ জানুয়ারি সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান বই মেলার প্রস্তুতি ও অগ্রগতি দেখার জন্য বাংলা একাডেমিতে যান। তার আগমন ও মেলার অগ্রগতির খোঁজ খবর নেয়ার ব্যাপারটি প্রকাশকরাও ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রতিমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষেই হোক বা অন্য কোনোভাবে হলেও এদিনই জবরদখল হয়ে যাওয়া স্টলগুলো পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ। একাডেমির মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ স্টল জবরদখল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং বলেন, ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা না ঘটে সেদিকে কর্তৃপক্ষের সচেতন প্রয়াস থাকবে।

অতঃপর নিরাপত্তা

গত বছরের চেয়ে এবারের মেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে। গত বছর মেলায় সিসি টিভি ছিল ৮টি আর এবার রাখা হয়েছে ১৮টি সিসি টিভি। ক্রেতা দর্শনার্থীর প্রবল চাপ সামাল দেয়ার জন্য এবারের মেলার মাঝের গেটে চারটি লাইন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর মূল প্রবেশ পথ নির্দিষ্ট থাকবে বাংলা একাডেমির স্টাফ, লেখক, সাংবাদিক ও স্টলের স্বত্বাধিকারীদের আসা-যাওয়ার জন্য। এবারও ক্রেতা-দর্শকদের পরীক্ষা করে মেলায় প্রবেশ করাবে র‍্যাব সদস্যরা। এর ফলে বিশাল লাইন তৈরি হয় এবং পাঠক ক্রেতারা দুর্ভোগের শিকার হন। এ প্রসঙ্গে সময় প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ বলেন 'যদি কয়েকটি বেশি মেটাল ডিটেক্টর বসিয়ে দর্শক প্রবেশ করতে দেয়া হয় তাহলে হয়তো লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার বিড়ম্বনা থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়া যাবে।'

রাজনৈতিক বিবেচনায় যারা স্টল বরাদ্দ পেয়েছে

জাসাস ৪টি, ধানের শীষ ৩টি, জিয়া সাংস্কৃতিক জোট ২টি, জিয়া সাংস্কৃতিক সংগঠন ২টি, জাতীয়তাবাদী প্রকাশনা সংস্থা ২টি, কমল ২টি, জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট ২টি।

বইমেলায় একটির বেশি স্টল পেতে চাইলে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অনেক বেশি হতে হয়, এটাই নিয়ম। আর স্টল পাওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হলো ১৫টি বই প্রকাশিত হতে হবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত সংগঠনগুলোর স্টল পাওয়ার যোগ্যতাও নেই। অথচ তারা একের অধিক স্টল পেয়েছে। জানা গেছে, গত বছর স্টল নিয়েও অনেক প্রকাশক ভাড়া পরিশোধ করেননি। প্রায় ৫ লাখ টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বাংলা একাডেমী। অভিযোগ উঠেছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় স্টল বরাদ্দপ্রাপ্তরাই টাকা মেরে দেয়। আর এর কুপ্রভাব পড়ে মেলার ওপর।

বইয়ের খবর

প্রতিবছরই মেলার সংখ্যার দিক থেকে উপন্যাস প্রকাশিত হয় বেশি। এরপর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, মুক্তিযুদ্ধ ও শিশুকিশোর বিষয়ক বই ইত্যাদি। এবার মেলায় বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে অনেক তবে সংখ্যার দিক থেকে উপন্যাসই বেশি প্রকাশিত হবে বলে মন্তব্য করেন প্রকাশকগণ। এছাড়াও মেলায় বড় ভলিউম সাইজের কিছু সংকলনও আসবে বলে জানা গেছে।

দাবিনামা

শীত মৌসুম হওয়াতে মেলায় অতিরিক্ত ধুলা সমস্যা একটি বড় সমস্যা। প্রকাশক ও ক্রেতাদের দাবি কর্তৃপক্ষ যেন ধুলা নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এবার কাগজের দাম বাড়তি অথচ প্রকাশককে বই বিক্রি করতে হবে ৩০% কমিশনে। তাই তাদের দাবি বিকাশমান এই শিল্পকে বাঁচাতে হলে কাগজ আমদানির ওপর সকল ভ্যাট তুলে নিতে হবে। অন্যথায় বইয়ের দাম বেড়ে যাবে। আর আমাদের এই বই বিমুখ সমাজে বইয়ের দাম আরো বেড়ে গেলে এর ফলাফল হবে আশাতীত অকল্যাণকর।